বিয়ের বয়স কমানো নয়, বাল্যবিয়ে বন্ধে এর অনুঘটকসমূহ দূর করা বেশি জরুরি

বাল্যবিয়ের ভয়াবহ প্রবণতার দিক থেকে বাংলাদেশের উদ্বেগজনক চিত্র দেশের সামগ্রিক সাফল্য যেমন দারিদ্র্যের হার কমানো, বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা অর্জন, মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোসহ অন্যান্য অর্জনকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে যেখানে শক্ত হাতে বাল্যবিয়ের বিদ্যমান প্রবণতা রোধে উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক, সেখানে জনমতের বিরুদ্ধে বিয়ের বয়স শিথিল করে ছেলেদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স ১৮ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬ করবার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে জোর তৎপরতা চালানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে বয়স শিথিল করার জন্য বিশেষ বিধান যুক্ত বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ২০১৪-এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ নীতিগতভাবে অনুমোদনও দিয়েছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ (সিডও) সনদ ১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯-এ স্বাক্ষরকারী দেশ। এর মাধ্যমে বাল্যবিয়ে বন্ধে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। তা ছাড়া, যেসব লক্ষ্য সামনে রেখে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে, তার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হলেও বাল্যবিয়ে বন্ধ করা জরুরি। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্যসমূহের মধ্যে আছে নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা (১৬.৩), আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীর পূর্ণ ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা (১৬.৫), নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদরূপে গড়ে তোলা (১৬.৬), নারীসমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা (১৬.৭), নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা (১৬.১০), নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা (১৬.১৪), ইত্যাদি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোনোর পরপরই বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে গর্ভসঞ্চারের সুযোগ করে দিয়ে আমরা নারীর শিক্ষা, দক্ষতা, পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারব না। সন্তান লালনপালন, স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা-শুশ্রূষা ছাড়াও শ্বশুরবাড়ির বিনা পারিশ্রমিকের গার্হস্থ্য কাজের দায় সামলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় অংশগ্রহণ, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি কিংবা নারীর ক্ষমতায়ন কোন অলৌকিক উপায়ে সম্ভব তা আমাদের বোধগম্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ের শিকার মেয়েরা ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী পরনির্ভরশীল এক নিষ্পেষিত ও অবদমিত মানুষে পরিণত হয়। প্রতিদিন নিয়ম করে নির্যাতিত হতে হতে তাদের জীবনে কোনো স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষাই আর অবশিষ্ট থাকে না। পড়াশোনা শেষে উপার্জনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অবদান রাখবার সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়ে সোনার মেয়েদের দুর্বিষহ জীবনের দিকে ঠেলে দিয়ে পরিসংখ্যানের মারপ্যাঁচে উন্নয়নের অগ্রগতি নির্ধারণী সূচক স্থাপন প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হতে বাধ্য।

বাল্যবিয়ে মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ। মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধিতেও এটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠবার সুযোগ না দিয়ে বাল্যবিয়ে মেয়েদের পরমুখাপেক্ষী হবার দিকে ঠেলে দেয়। সর্বোপরি, বাল্যবিয়ে নারীর সমানাধিকার বাস্তবায়ন ও জাতীয় অগ্রগতির একটি অন্তরায়। কম বয়সে ছেলেমেয়েদের বিয়ের সুযোগকে প্রসারিত করে রাষ্ট্রের কাঁধে বিপন্ন মানুষের ভার আরো না বাড়িয়ে অভিভাবকরা যেসব কারণে বাল্যবিয়েতে আগ্রহী হয় যেমন মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতা, পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মেয়েদের পরিবারের বোঝা ভাবা, কুসংস্কার ও অসচেতনতা, প্রভৃতি অনুঘটকসমূহ দূরীকরণে যত্নবান হওয়া এ মুহূর্তে বেশি জরুরি। এ ধরনের উদ্যোগ রাষ্ট্রে নারী-পুরুষ সমঅংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে, যা সমনাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারও উন্মোচন করবে।